<u>চিনিকলের প্রাথমিক তথ্যাবলী</u>

চিনিকলের নামঃ **ফরিদপুর সুগার মিলস্ লিমিটেড।**

অবস্থানঃ **ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মধুখালী উপজেলায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক থেকে প্রায় ১ (এক) কিঃ মিঃ উত্তরে অবস্থিত।**

প্রতিষ্ঠাকালঃ **১৯৭৪-৭৬ সাল। পরীক্ষামূলক ও বাণিজ্যিকভাবে চিনি উৎপাদন শুরু হয় যথাক্রমে ১৯৭৬-৭৭ ও ১৯৭৭-৭৮ সালে।**

ফরিদপুর চিনিকলের বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০০০০.০০ মেঃটন।

 # চিনিকল ও প্রতিষ্ঠানের এলাকার ছবি:

ফিড টেবিল

চিনি ভর্তি বস্তা

সুগার ব্যাগিং

ইভাপোরেটর এবং প্যান

ইভাপোরেটর

সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন

প্যান

মিল হাউজ

ব্যাগাস কেরিয়ার

কেন কেরিয়ার

ব্যাগাস ইয়ার্ড

নাইফ

 # কল এলাকার মোট আয়তন কত ?

- কল এলাকার মোট আয়তন ২৫২৯.৪৩ বর্গ কিলোমিটার।

 # মোট চাষের জমির পরিমান কত?

- মোট চাষের জমির পরিমান ১,৫১,৭০০.০০ হেক্টর।

 # চিনি বিক্রয়ের ধরণ গুলো কি কি (ডিলারের মাধ্যমে, ফ্রি সেল, বস্তা, প্যাকেট,ইত্যাদি) ?

- নিম্নে চিনি বিক্রয়ের ধরণ সমূহ উলেস্নখ করা হলোঃ

  (ক) ডিলার খাত (হোলসেল/থানা ডিলার, ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান)।
  (খ) সংরক্ষিত খাত (পুলিশ, র‌্যাব, ফায়ার সার্ভিস ইত্যাদি)।
  (গ) ফ্রি-সেল খাত।
  (ঘ) মিল রেশন খাত (মিলের শ্রমিক/কর্মচারী/কর্মকর্তাদের মধ্যে)।
  (ঙ) আখচাষী খাত।

আখচাষ, চিনি উৎপাদন ও বিপণন

 # চিনিকলের বর্তমান সার্বিক সমস্যাসমুহ এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রস্তাবনা সমুহ কি কি ?

- চিনিকলের বর্তমান সার্বিক সমস্যাসমুহ এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রস্তাবনা সমুহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

বর্তমান সার্বিক সমস্যা সমূহ	সার্বিক সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রস্তাবনা সমূহ
প্রত্যেক শ্রমিক/কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের পেশাগত/দাপ্তরিক জ্ঞানের অভাব।	প্রত্যেক শ্রমিক/কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের প্রতি সচেতন হতে হবে। এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও দাপ্তরিক জ্ঞানার্জনে তাগিদ প্রদান করতে হবে।
বেতন/মজুরী প্রদানে বিলম্ব	চিনিকলের শ্রমিক/কর্মচারীদের প্রতি মাসের বেতন/মজুরি নিয়মানুযায়ী পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। কারন যথা সময়ে বেতন/মজুরী প্রদান না করতে পারলে শ্রমিক/কর্মচারী তাদের কাজের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। বিধায় যথাসময়ে নিয়মানুযায়ী বেতন/মজুরী প্রদানের প্রস্তাব করা হলো।
কারখানার যন্ত্রপাতী দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় এর কার্যক্ষমতা অনেকাংশ হ্রাস পেয়েছে।	পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রয়োজন।
দীর্ঘদিন জনবল নিয়োগ না হওয়ায় অদক্ষ শ্রমিক দ্বারা মিল পরিচালনা করা হচ্ছে।	নতুন জনবল নিয়োগ দিয়ে মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা।
দক্ষ জনবলের অভাব। অভিজ্ঞশ্রমিক/কর্মচারী/কর্মকর্তাগনের অবসর/মৃত্যুজনিত কারন শূন্যপদে নিয়োগ না হওয়ায় বেশিরভাগ পদ শূন্য।	শূন্যপদ সমূহে নিয়োগেরব্যবস্থা করতেহবে।
নিরাপত্তা প্রহরীর প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকায় সার্বিক নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা ঝুকিপূর্ন।	নিরাপত্তা প্রহরীর বিদ্যামান ৩০ (ত্রিশ) টি সেটআপের স্থলে কমপক্ষে ৪৫(পঁয়তালিস্নশ) টি তে উন্নতি করতে হবে এবং স্থায়ী জনবল নিয়োজন করতে হবে।
তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞান সম্পন্ন জনবলের অভাব।	নিয়োগের সময় শিক্ষাগত যোগ্যতার সহিত প্রযুক্তিগত সনদধারী লোকবল নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
অফিসার ও স্টাফদের আবাসিক বাসা-বাড়ি/ব্যাচেলর কোয়ার্টার সমুহ বেশীরভাগ বসবাসের অনুপযোগী।	আবাসিক বাসা-বাড়ী ও ব্যাচেলর কোয়ার্টার সমূহ যথাযথভাবে মেরামত/পুনঃনির্মানের ব্যবস্থা নিতে হবে।
লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় আখের আবাদ ও প্রাপ্তি কম।	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আখের আবাদ ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করনার্থে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ হবে।
উন্নত কলাকৌশল প্রয়োগে আখচাষে চাষিদের অনীহা। ফলে আখের একর প্রতি ফলন খুবই কম।	উন্নত কলাকৌশল প্রয়োগের সুফল প্রদর্শনের জন্য চাষিদের ব্যাপক প্রশিক্ষণসহ প্রদর্শনী ক্ষেত স্থাপনে ভর্তূকি প্রদান।
মাঠ পর্যায়ে জনবলের ব্যাপক ঘাটতি।	মাঠ পর্যায়ে জনবলের ঘাটতি পূরন করা।
আখের মূল্য সময়মত পরিশোধ করতে না পারা।	আখের মূল্য বৃদ্ধিসহ সময়মত আখের মূল্য পরিশোধ করা।

আর্থিক অনটনের কারনে সময়মত সার ও কীটনাশক সংগ্রহ করতে না পারা।	আখ চাষের উপকরণাদী সার, কীটনাশক ইত্যাদি বিতরণের উদ্দেশ্যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ফান্ড সংগ্রহ করে চাষিদের মধ্যে বিরতণের ব্যবস্থা করতে হবে।

 # চিনিকলের উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাবার কারণ সমূহ বিস্তারিত। উৎপাদন বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল? আর কি কি করণীয় ?

- **চিনিকলের উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাবার কারণ সমূহ, উৎপাদন বৃদ্ধিতে গৃহীত উদ্যোগ ও করণীয় বিষয়গুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ**

ক) জমির মূল মালিকগণ নিজে আবাদ না করে প্রমিত্মক চাষিদের নিকট জমি লিজ/বর্গা দেন। প্রান্তিক চাষিরা অধিক লাভের আশায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মেয়াদী ফসল আখের আবাদ না করে স্বল্প মেয়াদী ফসল যেমন- ধান, পাট, রবিশস্য ও শাক সব্জির আবাদ করে থাকেন।

খ) বর্তমানে অধিকাংশ জমিতে সেচ সুবিধা থাকায় চাষিরা আখের পরিবর্তে স্বল্প মেয়াদী ফসলের আবাদ করেন।

গ) চিনিকল এলাকায় কোথাও কোথাও শিল্পায়ন হওয়ায় শ্রমিক সংকট প্রকট হয়েছে। বর্তমানে শ্রমিকেরা আখের জমিতে কাজ করতে চায় না।

ঘ) সময়মত আখের মূল্য না পাওয়ায় চাষিরা আখ চাষ হতে সরে যাচ্ছেন।

ঙ) অন্যান্য স্বল্প মেয়াদী ফসলের মূল্যের তুলনায় চাষিরা আখের মূল্য কম বলে মনে করেন।

চ) অন্যান্য ফসলের তুলনায় চাষিরা আখের প্রতি তেমন যত্নশীল নয় বিধায় আখের কাঙ্খিত ফলন নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

ছ) আখ ১৩-১৪ মাসে পরিপক্কতা লাভ করে। কিন্তু বর্তমানে নামলা আখ রোপণের ফলে ১০-১২ মাসে আখ কর্তন করে চাষিরা মিলে সরবরাহ করে ফলে আখে পরিপক্কতা না হওয়ায় চিনির পরিমান কম হয়।

জ) অন্যান্য ফসলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় দিন দিন অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে আখের আবাদ হওয়ায় জমিতে ময়েশ্চার বৃদ্ধি পাওয়ায় সুক্রোজ ফরমেশন কম হয়। ফলে চিনি আহরণ হার অনেক কম হয়।

<u>আখ উৎপাদন বৃদ্ধিতে গৃহীত উদ্যোগঃ</u>

ক) আখচাষ বৃদ্ধির জন্য চলতি ২০১৮-১৯ মৌসুম থেকে আখের মূল্য বৃদ্ধির সরকারী ঘোষনা চাষিদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে।

খ) আখ চাষে উদ্বুদ্ধ করার জন্য চাষিদের দেশীয় উৎপাদিত উন্নত মানের সার ও কীটনাশকসহ গুনগত মান সম্পন্ন বিশুদ্ধ বীজ সরবরাহ করা হয়।

গ) চাষিদের মধ্যে ঋণে নালাকাটা ও সেচ প্রদানের জন্য নগদ ঋণ বিতরণ করা হয়।

ঘ) আখের ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে পরিচর্যার বিষয়ে ইক্ষু বিভাগীয় কর্মকর্তাসহ মাঠকর্মীরা সার্বক্ষণিক চাষিদের পরামর্শ দেন।

ঙ) আখের ফলন বৃদ্ধির উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে চাষিদের নিয়মিত পরামর্শ দেয়া হয়।

<u>যা করনীয় তা হলোঃ</u>

ক) আখের মূল্য বৃদ্ধিসহ সময়মত আখের মূল্য পরিশোধ করা।

খ) উচ্চ ফলনশীল ও অধিক চিনি সমৃদ্ধ জাতের উদ্ভাবন।

গ) যান্ত্রিক চাষ পদ্ধতিতে আখের জমি চাষ করনার্থে চাষিদেরকে সহায়তা করা।

 # স্থানীয় ভাবে আখের চাষ বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল ? আর কি কি গ্রহণ করা যেতে পারে ?

ক) আখচাষ বৃদ্ধির জন্য চলতি ২০১৮-১৯ মৌসুম থেকে আখের মূল্য বৃদ্ধির সরকারী ঘোষণা চাষিদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে।

খ) ব্যাক্তিগত যোগাযোগ করা হয়েছে।

গ) মাঠ ও গৃহ পরিদর্শন করা হয়েছে।

ঘ) বিপুল সংখ্যক উঠান বৈঠক ও দলীয় সভা করা হয়েছে।

ঙ) আখচাষ বিষয়ক পোষ্টার ও লিফলেট বিতরন করা হয়েছে।

চ) মিলের সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ আখচাষ করেছে।

ইক্ষু ক্ষেত হতে চিনিকল সমূহে যোগাযোগের রাস্তাসমূহ কি উন্নতমানের ? এ বিষয়ে চিনিকল এর পক্ষ হতে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে?

- ইক্ষু ক্ষেত হইতে চিনিকলে যোগাযোগের রাস্তা সমূহ উন্নত মানের নয়।
- এ বিষয়ে চিনিকলের পক্ষ হইতে গৃহীত পদক্ষেপঃ

  ক) বিভিন্ন স্থানে হ্যারিংবন্ড রাস্তা করা হয়েছে।

  খ) কোন কোন স্থানে রাস্তায় ইট বিছানো হয়েছে।

  গ) কোথাও কোথাও ব্রীজ ও কালভার্ট তৈরী করা হয়েছে।

ইক্ষু সংগ্রহ কেন্দ্র (আখ সেন্টার) হতে আধুনিক পদ্ধতিতে ওজন, লোডিং সিষ্টেম এবং স্বল্প সময়েরমধ্যে চিনিকলের আগমনের বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (ছবিসহ)?

- ইক্ষু সংগ্রহ কেন্দ্রে আধুনিক পদ্ধতিতে ২০১৬-১৭ মৌসুম থেকে ডিজিটাল মেশিনে আখের ওজন নেয়া হচ্ছে । সনাতন পদ্ধতিতে লেবারের দ্বারা আখের লোডিং করা হচ্ছে। ইক্ষ ু সংগ্রহ কেন্দ্র হতে ট্রাক্টরের মাধ্যমে চিনিকলে আখ পরিবহন করা হচ্ছে।

চিনি বিপণনের সমস্যা সমূহ কি কি? এগুলো থেকে কিভাবে উত্তরণ ঘটানো যায় ?

- চিনি বিপণনের সমস্যা সমূহ ও উত্তরণের পন্থাঃ

ক্রঃ নং	চিনি বিপণনের সমস্যা সমূহ	উত্তরণের পন্থা
১	মিলের উৎপাদিত চিনির মূল্য অপেক্ষা আমদানীকৃত/রিফাইন চিনির মূল্য বাজারে কম থাকায় মিলের চিনি বিক্রয় করা সম্ভব হয়না।	আমদানীকৃত রিফাইন চিনির উপর কর আরোপ করা।
২	বাজারে আমদানীকৃত/রিফাইন চিনি মূল্য কম থাকায় লোকসানের অজুহাতে বরাদ্দকৃত চিনি উত্তোলনে ডিলারগনের অনীহা।	বিপরীতে চিনি উত্তোলনে ডিলারদের সরকার কর্তৃক প্রনোদনা/ভর্তুকী প্রদান।
৩	ভোক্তা পর্যায়ে চিনি বিপণনের ব্যবস্থা না থাকা।	বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যায় খুচরা বাজারে চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহন করা।

চিনিকলের অধীন চাষাবাদ যোগ্য (আবাদী ও অনাবাদী) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার সাফল্যসহ বিসত্মারিত বিবরণ।

- চিনিকলের অধীন আবাদী জমিতে গুনগতমান সম্পন্ন বীজআখ উৎপাদন করা হয়। অনাবাদী জমিতে ফলজ বনজ বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয়েছে।

চিনির বাই-প্রোডাক্ট ও এর ব্যবহার

কি কি বাই প্রোডাক্ট উৎপন্ন হয় ? বিগত ১০ বছরে উৎপন্ন বাই প্রোডাক্ট উৎপন্নের পরিমান এবং বিক্রির পরিমান ও আয়ের পরিমাণ কত ?

- বিগত ১০(দশ) বছরের ব্যাগাস, মোলাসেস, প্রেসমাড উৎপাদনের তথ্যঃ-

ক্রঃ নং	**মাড়াই মৌসুম**	ব্যাগাস (মেঃটন)	মোলাসেস (মেঃটন)	প্রেসমাড (মেঃ টন)
১	২০০৮-২০০৯	৩০৯৪১.০০	৩৪১৩.০০	২৭১১.৭৬
২	২০০৯-২০১০	২৯৯৬৫.১৭	৩৩০০.০০	২৬২০.৮৬
৩	২০১০-২০১১	৩৮২৬৬.৫২	৪২২৪.০০	৩৩৫১.৯
৪	২০১১-২০১২	২৪৯৫৪.২৬	২৭৫৬.০০	২১৮৯.৬১
৫	২০১২-২০১৩	৩৬৯৭১.২২	৩৯৩৫.০০	৩১২৮.৭৩
৬	২০১৩-২০১৪	৪৯৭১২.২৩	৫১২৯.০০	৪০৮১.২৯
৭	২০১৪-২০১৫	৪৩৮০৩.০০	৪৫৫০.০০	৩৬১২.৩৬
৮	২০১৫-২০১৬	২৬৯০৭.০০	২৮০০.০০	২২২০.০৬
৯	২০১৬-২০১৭	১৯৪৮৮.৮৩	২০২০.০০	১৫৯৯.৬৩
১০	২০১৭-২০১৮	২২২২৫.৫৭	২৩৬৫.০০	১৮৭৩.৮৯

- বিগত ১০(দশ) বছরের ব্যাগাস,মোলাসেস,প্রেসমাড বিক্রয়ের ও আয়ের পরিমাণঃ-

অর্থ বছর	চিটাগুড়		ব্যাগাস		প্রেসমাড	
	বিক্রয়ের পরিমাণ (মেঃ টন)	টাকা (লক্ষ টাকায়)	বিক্রয়ের পরিমাণ (মেঃ টন)	টাকা (লক্ষ টাকায়)	বিক্রয়ের পরিমাণ (মেঃ টন)	টাকা (লক্ষ টাকায়)
২০০৮-০৯	৪,৮৯৪.৬৬	৩৪৯.৬১	-	-	-	-
২০০৯-১০	৩,৫১৫.৯৩	৫৭৩.৮৯	৮৪০.০০	৩.৩৬	৫৪৪.০০	১.৩৬
২০১০-১১	২,৬৮১.৪৫	৩৭২.৩৮	৪৫৭.৫০	১.৮৩	৯২০.০০	২.৩০
২০১১-১২	৫,৫৯৩.৭২	৪৯৫.৮৬	২২.৫০	০.০৯	৪৮৮.০০	১.২২
২০১২-১৩	১,৫৫৯.২২	১০৮.০৮	-	-	৯০৪.০০	২.২৬
২০১৩-১৪	৫,১৭৯.৯৩	৩৬১.৭৫	-	-	৯৮০.০০	২.৯৪
২০১৪-১৫	৫,৩২৬.৭৯	৩৮১.৬৭	-	-	৯৪৩.০০	২.৮৩
২০১৫-১৬	২,৯৯৫.৬১	৪০৯.০১	৫৩২.২৫	২.১৩	৫৩২.৫০	২.১৩
২০১৬-১৭	৩,৪০৬.০৪	৫৮০.১৯	-	-	৩৬৯.৫০	৪.১২
২০১৭-১৮	১,৯৮২.১৭	৩৩০.৮০	-	-	২৪৭.৫০	২.৭৬
মোট	**৩৭,১৩৫.৫২**	**৩,৯৬৩.২৪**	**১,৮৫২.২৫**	**৭.৪১**	**৫,৯২৮.৫০**	**২১.৯২**

 # দক্ষ জনবল তৈরীতে গৃহীত উদ্যোগ সমূহ কি কি ?

- দক্ষ জনবল তৈরীতে গৃহীত উদ্যোগ সমূহঃ

(ক) কৃষি বিভাগ কর্তৃক ইক্ষু উন্নয়ন সহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(খ) সাধারন (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ) শাখার মাধ্যমে কারখানা বিভাগের শ্রমিকদের ৩ (তিন) দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

(গ) বাস্তব কাজের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত হাতে কলমে শ্রমিক/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

 # চিনিকলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা, যাতায়াত, আবাসনসহ অন্যান্য কি কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে?

 চিনিকলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা, যাতায়াত, আবাসনসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সমূহঃ

১। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার জন্য একটি চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। চিকিৎসা কেন্দ্রে ১(এক)জন রেজিষ্ট্রার্ড চিকিৎসক, ১ (এক) জন কম্পাউন্ডার, ১ (এক) জন ড্রেসার কাম এটেনডেন্ট কর্মরত আছেন। বিনামূল্যে ঔষুধসহ প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান অব্যাহত আছে।

২। দাপ্তরিক কাজে যাতায়াতের জন্য ৪ টি জীপ (২টি এম.ডি র ও ২টি কৃষিবিভাগেরজন্য) আছে।

৩। কর্মকর্তাদের জন্য সি-টাইপ ভবন ১ (এক) টি, ডি-টাইপ- ৩ (তিন) টি, পি-টাইপ ১ (এক)টি, ব্যাচেলর কোয়ার্টার ১ (এক) টি এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জন্য ১(এক) টি বাংলো আছে। শ্রমিক কর্মচারীদের বসবাসের জন্য ই-টাইপ, এফ-টাইপ, পি-টাইপ সহ মোট ১৩ তের) টি ভবন এবং ব্যাচেলারদের জন্য মৌসুমী ব্যারাকসহ মোট ৬ (ছয়)টি পাঁকা/আধা-পাঁকা ভবনআছে।

৪। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের জন্য ১ (এক) টি ১ তলা বিশিষ্ট পাঁকা মসজিদ আছে।

৫। শ্রমিক,কর্মচারী, কর্মকর্তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য প্রাথমিক শাখা সহ ০১ (এক) টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে।

৬। কর্মকর্তা, কর্মচারীদের চিত্তবিনোদনের জন্য ২টি পাঁকা/আধা পাঁকা ক্লাব আছে।

৭। কারখানা ক্যাম্পাসে ১ (এক) টি ক্যান্টিন আছে।

 # চিনিকলে সিবিএর সংখ্যা এবং তাদের সদস্য সংখা কত ?

 সিবিএ'র সংখ্যা ০১ (এক) টি এবং সিবিএ'র নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা-১৩ (তের) জন।

বাজেট

 # বিগত ১০ বছরের চিনিকলের বার্ষিক বাজেট (খাতওয়ারী)?

 বিগত ১০ বছরের চিনিকলের বার্ষিক বাজেট বাজেট সংযুক্ত করা হলো **(পরিশিষ্ট -ক)।**

 # চিনিকল হতে প্রতি বছর কি পরিমাণ অর্থ রাজস্ব খাতে জমা হয় (বিগত ১০ বছরের তথ্য)।

 ফরিদপুর চিনিকল হতে প্রতি বছর যে পরিমাণ অর্থ রাজস্ব খাতে জমা হয় (বিগত ১০ বছরের) তার তথ্য।

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ভ্যাট	ট্যাক্স	উৎসেকর	মোট
২০০৮-০৯	৬৬.৪২	৩৬.৭৪	১৭.০০	১২০.১৬
২০০৯-১০	১০২.৪৩	২৮.৩০	২৮.৬৭	১৫৯.৪০
২০১০-১১	৭৭.১২	১৬.০৮	১৮.৬২	১১১.৮২
২০১১-১২	৯৭.৭৫	১২.৭৪	২৪.৭৯	১৩৫.২৮
২০১২-১৩	৫৩.২৮	২০.৮৮	৫.৪০	৭৯.৫৬
২০১৩-১৪	১০৬.০৪	৪২.৫৪	১৮.০৯	১৬৬.৬৭
২০১৪-১৫	১১৮.২৯	৪৭.৪৯	১৯.০৮	১৮৪.৮৬
২০১৫-১৬	১৩৫.২৯	৪৭.৪১	২০.৪৫	২০৩.১৫
২০১৬-১৭	১৪০.৬৫	৪৭.০০	২৯.০১	২১৬.৬৬
২০১৭-১৮	১১০.৮২	৪৭.৩১	১৬.৫৪	১৭৪.৬৭
মোট	**১০০৮.০৯**	**৩৪৬.৪৯**	**১৯৭.৬৫**	**১৫৫২.২৩**

চিনিকলের যন্ত্রপাতি ও আধুনিকায়ন

 # চিনিকলের যন্ত্রপাতি সমূহের বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত তথ্য ঃ

 ক. কারখানার যন্ত্রপাতি স্থাপন সন এবং বর্তমাণ পরিস্থিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রঃনং	হাউজের নাম	যন্ত্রপাতির বিবরণ	স্থাপণের সন	বর্তমান পরিস্থিতি
০১.	মিল হাউজ	ইওটি ক্রেন	১৯৮০	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		ফিড টেবিল	১৯৮০	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		কেন কেরিয়ার	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		১ম কেইন কেরিয়ার	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		২য় কেইন কেরিয়ার	১৯৯২	চলছে
		র‌্যাককেরিয়ার	২০১১	চলছে
		মিল হাউজ ক্রেন	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		মিল হাউজ স্ট্রাকচার	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		ব্যাগাছ এলিভেটর	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
০২.	টারবাইন	০১ নং মিল হাউজ টারবাইন	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		০২ নং মিল হাউজ টারবাইন	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		০১ নং পাওয়ার টারবাইন	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		০২ নং পাওয়ার টারবাইন	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		পাওয়ার হাউজের প্যানেল বোর্ড	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		পাওয়ার টারবাইন ক্রেন	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
০৩.	বয়লার	০১ নং বয়লার (১৬ মে.টন)	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		০২ নং বয়লার (১৬ মে. টন)	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		০৩ নং বয়লার (১৬ মে. টন)	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		হরিজন্টাল ব্যাগাছ কেরিয়ার	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		রির্টান ব্যাগাছ কেরিয়ার	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
০৪.	বয়লিং হাউজ	‘র’ জুস ট্যাংক	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		প্রাইমারী হিটার	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		সেকেন্ডারী হিটার	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		ডোর	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		সালফার র্ফানেস	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		লাইম সস্নাকার	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		সালফিটেশন টাওয়ার	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		ইভাপরেটর ষ্টেশন	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		প্যান ষ্টেশন	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		ক্রিষ্টালাইজার স্টেশন	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		এ, বি,সি সেন্ট্রিফিউগ্যাল(ব্যাচ টাইপ)	১৯৭৭	অকেজো অবস্থায় আছে
		বি ,সি সেন্ট্রিফিউগ্যাল (কন্ট্রিনিউয়াস টাইপ)	১৯৮৬	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		‘সি’ ফোর ওয়ার্কার	১৯৯২	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		ব্রড বেল্ট মেশিন	১৯৯৫	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		সুগার হপার	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		সুগার ড্রায়ার	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে
		সুগার এলিভেটর ও গ্রাডার	১৯৭৭	ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে

খ. বৈদ্যুতিক মটরের তালিকা এবং স্থাপনের সময় নিম্নরুপঃ

ক্রঃনং	হাউজের নাম	বৈদ্যুতিক মটরের নাম	স্থাপনের সন
০১.	মিল হাউজ	ইওটি ক্রেন ট্রলি মটর	১৯৮০
		ইওটি ক্রেন লিফটিং মটর	১৯৮০
		ফিড টেবিল মটর	১৯৮০
		১ম কেইন কাটার নাইফ	১৯৭৭
		২য় কেইন কাটার নাইফ	১৯৯২
		কেইন কেরিয়ার মটর	১৯৭৭
		স্ক্রিন জুস পাম্প মটর	১৯৯০
		চোকলেস পাম্প মটর	১৯৯০
		মিল হাউজ ক্রেন মটর	২০০০
		ব্যগাছিলো স্ক্রিন কনভেয়র মটর	১৯৭৭
		ব্যাগাছ কেরিয়ার মটর	১৯৭৭
০২.	বয়লার হাউজ	ব্যাগাছ ফিডার মটর	১৯৭৭
		আইডি ফ্যান মটর	১৯৭৭
		এফডি ফ্যান মটর	১৯৭৭
		বয়লার ফিড পাম্প মটর	১৯৯০
		হট ওয়াটার পাম্প মটর	১৯৭৭
০৩.	বয়লিং হাউজ	‘র’ জুস পাম্প মটর	১৯৭৭
		সালফাইটেড জুস পাম্প মটর	১৯৭৭
		ষ্টাইরার মটর	১৯৭৭
		সালফার এয়ার কম্প্রেসার মটর	২০০০
		লাইম পাম্প, ষ্টাইরার ও লাইম সস্নাকার মটর	১৯৭৭
		ভ্যাকুয়াম পাম্প মটর	১৯৯০
		ক্লিয়ার জুস পাম্প মটর	১৯৭৭
		মাড ক্লিটান পাম্প মটর	১৯৭৭
		ডোর ষ্টায়রার মটর	১৯৭৭
		হট ওয়াটার পাম্প মটর	১৯৭৭
		সিরাপ পাম্প মটর	১৯৭৭
		কিস্টালাইজার মটর	১৯৭৭
		পাগ মিল মটর	১৯৭৭
		মোলাসেস পাম্প মটর	১৯৭৭
		ম্যাগমা মটর	১৯৭৭
		সেন্ট্রিফিউগ্যাল মটর	১৯৯০
		হপার , ড্রায়ার, বেস্নায়ার মটর	১৯৭৭
		সুগার এলিভেটর ও গ্রাডার মটর	১৯৭৭
		ইনজেকশন ও ইজেকটর মটর	১৯৭৭
		সার্ভিস পাম্প, স্প্রে পাম্প মটর	১৯৭৭
		বোরিং পাম্প মটর	১৯৯৫

মন্তব্যঃ অত্র প্রতিষ্ঠান ১৯৭৬-৭৭ সনে বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদনে যায়। দীর্ঘদিন চলার ফলে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। সুষ্ঠুভাবে কারখানা চালাতে হলে পুরাতন যন্ত্রপাতির প্রতিস্থাপন প্রয়োজন।

 # বর্তমান চিনিকল সমূহের আধুনিকায়নের জন্য কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ? গ্রহণ করা হলে সেগুলোর সবিস্তার বর্ণনাসহ উপস্থাপন করুন।

১। চিনিকলের আধুনিকায়নের জন্য ২০১১-২০১২ সালে ৪০ টিপিএইচ বয়লার ও শ্রেডার স্থাপণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যা ২০১৪-২০১৫ সালে সম্পন্ন করা হয়।

২। ডিজিটাল পদ্বতিতে আখের ওজন কারার জন্য ডিজিটাল ওয়িং স্কেল স্থাপণ করা হয়েছে।

৩। আখ সরবরাহের জন্য পুর্জি ইস্যুকরণের সংবাদ আখচাষীদের মোবাইলে এস.এম.এস এর মাধ্যমে প্রেরণ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৪। আখের মূল্য মোবাইল ব্যাংকিং (শিওরক্যাশ) এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

<u>চিনি নীতিমালা</u>

 # ভারত,পাকিস্তান ও শ্রীলংকার চিনি সংক্রান্ত নীতিতে কি কি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে ? চিনি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে কি কি উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে চিনি নীতিমালায় ?

 # বাংলাদেশের চিনি সংক্রান্ত নীতিতে কি কিবিষয় অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে?

 # বেসরকারী চিনিকল সমুহ সরকারের কাছে কি কি সুবিধা পাচ্ছে আর সরকারি চিনিকল সমূহ কি কি সুবিধা পাচ্ছে তার তুলনামূলক বর্ণনা।

<u>পরিবেশ সুরক্ষা</u>

 # চিনিকলের পরিবেশ সুরক্ষায় কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ?

 ফরিদপুর সুগার মিলের পরিবেশ সুরক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিয়ে উল্লেখ করা হলো:

১। চিনিকলের অফিস, কারখানা ও আবাসিক এলাকার বাথরুম রাস্তাঘাট প্রত্যহ নিজস্ব সুইপার/ঝাড়ুদার দ্বারা পরিষ্কার পরিছন্ন করা হয়।

২। পরিষ্কার পরিছন্ন করার জন্য স্যানিটারী মালামাল ক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে।

৩। চিনিকলের বর্জ্য পানি পরিশোধনের নিমিত্ত সদর দপ্তর থেকে ইটিপি স্থাপনের প্রকল্প বাসত্মবায়ন কাজ প্রক্রিয়াধীন। তাছাড়া বর্জ্য পানি যাতে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তজ্জন্য বিদ্যমান লেগুনের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য লেগুন পূনঃখণন করা হয়েছে এবং পানি নির্গমন ক্যানেলে স্থায়ী বাঁধ নির্মান করা হয়েছে।

৪। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রতি বছর ব্যপকহারে ফলদ, বনজ, ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করা হয়ে থাকে।

৫। ১০০% স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করাহয়েছে।

৬। কারখানায় পানি রি-সাইক্লিং করে পুণঃব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির অপচয় রোধ পূর্বক পরিবেশ সুরক্ষা করা হয়।